দৈনিক ইনকিলাব

310

তারিখ ... JAN. 23 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন কি?

সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা দেশের প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠের একটি প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘকালব্যপী এ প্রতিষ্ঠানটি সুনামের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি। এখান থেকে প্রতি বছর শত শত মুহাদ্দিস বের হয়ে এ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়া এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আজ অনেকেই দেশের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান জাতীয় সংসদের স্পীকার আলহাজ হুময়ুন রশীদ চৌধুরীও একদিন এ মাদ্রাসারই ছাত্র ছিলেন। সুতরাং যে প্রতিষ্ঠানটি আলেম-উলামা, মুহাদ্দিস ও স্পীকারের মত সম্মানিত শত শত ব্যক্তি উপহার দিতে পারল সেই প্রতিষ্ঠানটি আজ ধ্বংসের মুখোমুখি কেন? অন্তহীন সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হলেও আজও কোন সমস্যার সমাধান হয়নি এবং হবার সম্ভাবনাও নেই। অন্তহীন সমস্যার মধ্যে আমি শুধু একটি সমস্যার কথাই তুলে ধরব। আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে আমি এ সমস্যাটির বাস্তবদর্শী। প্রায় ৪ বছর মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেও এখানে যে একটি বিশাল লাইব্রেরী আছে তা কোন দিন দেখার সুযোগ পাইনি। কারণ লাইব্রেরীয়ানের অভাবে সারা বছরই কিতাবের এ বিশাল ভান্ডারটি তালাবদ্ধ থাকে। কিন্তু কামিল ক্লাসের কিতাব আনতে গিয়ে কোরআন-হাদিস ও ফিকাহের দুর্লভ সংগ্রহ দেখে আমি তো হতবাক। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র কামিল শ্রেণীর ছাত্রদের বিনামূল্যে (ফেরত সাপেক্ষ) কিতাব দেয়া হব, দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ থাকার কারণে এখানকার কোরআন, হাদিস ও ফিকাহের অমূল্য কিতাবগুলো উইপোকায় খেয়ে শেষ করছে। কেন যে এখানে দীর্ঘদিন থেকে লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না তা বোধগম্য নয়। দেশে কি লাইব্রেরীয়ানের অভাব আছে? তাই কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব আলিয়া মাদ্রাসার কিতাবের এ বিশাল ভান্ডারকে রক্ষার জন্য লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ দিয়ে অমূল্য এসব কিতাবাদির বদদোয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করুন।

— মোঃ মাহমুদুল হাসান
লাইব্রেরীয়ান, নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ,
সিলেট